নাগপুর ইম্প্রোভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্যরা

বনাম

এম/এস বোম্বাইওয়ালা ও অন্যান্যরা

(২০১৯ সালের দেওয়ানী আপিল নম্বর ৯৩৭)

জানুয়ারী ২২,২০১৯

[এ. কে. সিক্রি, অশোক ভূষণ এবং এম. আর. শাহ, বিচারপতিগন]

মহারাষ্ট্র আঞ্চলিক শহর পরিকল্পনা আইন, ১৯৬৬ – এর প্রণয়নের উদ্দেশ্য – সিদ্ধান্ত: তাদের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত অঞ্চলে জমির উন্নয়ন এবং ব্যবহারের পরিকল্পনা করার বিধান তৈরি করা এবং নিশ্চিত করা যে শহর পরিকল্পনা প্রকল্পগুলি যথাযথভাবে তৈরি করা হয় এবং তাদের বাস্তবায়ন কার্যকর করা হয়।

মহারাষ্ট্র আঞ্চলিক শহর পরিকল্পনা আইন, ১৯৬৬ – ধারা ৫৯ – উন্নয়ন প্রকল্প – অভয়ঙ্কর রোড প্রশস্তকরণ এবং বুটি মহল স্ট্রিট প্রকল্প ১৯৬০ সালে নাগপুর ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট আইনের অধীনে উন্নত যোগাযোগ মাধ্যম এবং যান চলাচলের সুবিধা তৈরির জন্য প্রণয়ন করা হয়েছিল – প্রকল্পটিতে ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তা প্রদানের কথা ছিল – তবে, এমআরটিপি আইনের অধীনে প্রণীত উন্নয়ন পরিকল্পনা যা ১১.১.১৯৬৭ তারিখে কার্যকর হয়েছিল, সেখানে ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তার বিধান ছিল না – এনআইটি প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয় – রাজ্য সরকার জমির মালিকদের পুনর্গঠিত যৌগিক প্লট বরাদ্দ করে – এর পরিপ্রেক্ষিতে, অভয়ঙ্কর রোড প্রশস্তকরণের প্রক্রিয়া শুরু করা হয় এবং দোকান ভাঙার জন্য নোটিশ জারি করা হয় – নোটিশগুলি বাতিল করার জন্য রিট পিটিশন দায়ের করা হয় – হাইকোর্ট ভাঙার নোটিশগুলি বাতিল করে দেয় – হাইকোর্ট আরও পর্যবেক্ষণ করে যে এনআইটি আইনের ধারা ৪৫ এর অধীনে অনুমোদিত প্রকল্পে যেহেতু ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তা প্রদান করা হয়েছে, তাই পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এনআইটি আইনের ধারা ৪৬ এর অধীনে পরিবর্তিত এবং/অথবা সংশোধন না করা পর্যন্ত, এটি বাস্তবায়ন করতে হবে – আপিলে, সিদ্ধান্ত: এমআরটিপি আইনের অধীনে প্রণীত উন্নয়ন পরিকল্পনা বিপরীত যেকোনো প্রকল্পের উপর প্রাধান্য পাবে – এমআরটিপি আইনের ধারা ৫৯ এমআরটিপি আইনের অধীনে প্রকল্পের প্রস্তুতির বিধান করে, যা স্পষ্টভাবে প্রদান করে যে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তার এখতিয়ারের মধ্যে বা এর যেকোনো অংশের জন্য এক বা একাধিক শহর পরিকল্পনা প্রকল্প প্রস্তুত করতে পারে – এমআরটিপি আইনের ধারা ৩৯, ৪৩, ৪৬ এবং ধারা ৫৯ এর সংযুক্ত পাঠ থেকে দেখা যায় যে এমআরটিপি আইনের বিধানের অধীনে প্রস্তুত এবং

অনুমোদিত উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি প্রাধান্য পাবে- অতএব, এমআরটিপি আইনের বিধানের অধীনে প্রস্তুত এবং অনুমোদিত উন্নয়ন পরিকল্পনার বিপরীত কোনো উন্নয়ন এবং/অথবা নির্মাণের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না, যদিও এনআইটি আইনের ধারা ৪৫ এর অধীনে প্রস্তুত এবং অনুমোদিত প্রকল্প এই ধরনের উন্নয়ন এবং/অথবা নির্মাণের অনুমতি দিতে পারে – এমআরটিপি আইন এবং এনআইটি আইনের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে, এমআরটিপি আইন প্রাধান্য পাবে – নাগপুর ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট আইন, ১৯৩৬ – ধারা ৪৫।

মহারাষ্ট্র আঞ্চলিক শহর পরিকল্পনা আইন, ১৯৬৬ – ধারা ৩৯ – ১৫ মিটার প্রশস্ত রাস্তা বাদ দিয়ে প্রকল্পের পরিবর্তন – গ্রহণযোগ্যতা – সিদ্ধান্ত: এমআরটিপি আইনের ধারা ৩৯ পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষকে এমআরটিপি আইনের অধীনে অনুমোদিত উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রকল্প পরিবর্তন করার নির্দেশ দেয় – প্রশ্নে স্থানান্তরিত মামলায়, যখন ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তার কোনো প্রস্তাব ছাড়াই ডিপি অনুমোদিত হয়েছিল, প্রথমে ১৯৭৬ সালে এবং তারপরে ১৯৮৯ এবং ২০০১ সালে, যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করার পরে এটি করা হয়েছিল এবং এটি রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এবং মঞ্জুর করা হয়েছিল – এরপরে, যখন ডিপি পরিকল্পনার সাথে বিরোধপূর্ণ পরিমাণে প্রকল্পটিকে এমআরটিপি আইনের ধারা ৩৯ এর অধীনে নির্দেশিত হিসাবে সংশোধন করা হয়েছিল, তখন এটিকে অবৈধ বলা যায় না – অতএব, যখন ধারা ৩৯ এমআরটিপি আইন এবং এনআইটি আইনের বিধানগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পড়া হয়, তখন প্রকল্প সংশোধনকারী অভিযুক্ত বিজ্ঞপ্তি এবং/অথবা ১৫ মিটার প্রশস্ত রাস্তা বাদ দিয়ে প্রকল্প সংশোধনকারী বোর্ড রেজোলিউশন, যা এমআরটিপি আইনের অধীনে অনুমোদিত উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তাকে অবৈধ বলা যায় না – নাগপুর ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট আইন, ১৯৩৬ – ধারা ৪৫।

বিষয়গুলির নিষ্পত্তি করে, আদালত

স্থির করে: ১) ১৯৭৬ সালের চূড়ান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনায় ১৯৬৪ সালের চূড়ান্ত প্রকল্পে প্রদত্ত ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তার বিপরীতে, প্রশ্নবিদ্ধ জমি থেকে ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তা অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এইভাবে ১৯৬৪ সালের প্রকল্পে ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ সড়ক সরবরাহের জন্য এনআইটি আইনের বিধানগুলি প্রস্তুত ও অনুমোদিত করা হয়েছে যা এমআরটিপি আইনের বিধানগুলির অধীনে অনুমোদিত উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে বলা যেতে পারে। এমআরটিপি আইনের ৫৯ নং ধারায় এমআরটিপি আইনের অধীনে প্রকল্পটি প্রস্তুত করার বিধান রয়েছে, যা বিশেষভাবে বিধান করে যে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তার এখতিয়ারের মধ্যে থাকা অঞ্চল বা তার যে কোনও অংশের জন্য এক বা একাধিক নগর পরিকল্পনা প্রকল্প প্রস্তুত করতে পারে। এমআরটিপি আইনের ৫৯ ধারা প্রাসঙ্গিক কারণ বর্তমান

ক্ষেত্রে, ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তা প্রদানকারী প্রকল্পটি এনআইটি আইনের বিধান অনুসারে এবং এমআরটিপি আইন প্রণয়নের পূর্বে প্রস্তুত এবং অনুমোদিত হয়েছিল এবং তাই, ধারা ৩৯ এবং ধারা ৯২ প্রযোজ্য হবে। ধারা ৩৯,৪৩,৪৬ এবং এমনকি এমআরটিপি আইনের ৫৯ ধারার একটি যৌথ পাঠ দেখায় যে এমআরটিপি আইনের বিধানগুলির অধীনে প্রস্তুত এবং অনুমোদিত উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি প্রাধান্য পাবে। অতএব, এমআরটিপি আইনের বিধানগুলির অধীনে প্রস্তুত এবং অনুমোদিত উন্নয়ন পরিকল্পনার বিপরীতে কোনও উন্নয়ন এবং/অথবা নির্মাণের অনুমতি দেওয়া যাবে না, যদিও এন. আই. টি আইনের ৪৫ ধারার অধীনে প্রস্তুত এবং স্যানিটাইজ করা প্রকল্পটি এই ধরনের উন্নয়ন এবং/অথবা নির্মাণের অনুমতি দিতে পারে।

২) যদিও ১৯৬৪ সালে এনআইটি আইনের অধীনে অভ্যন্তরীণ ১৫ মিটার রাস্তার বিধান অনুমোদিত হয়েছিল, তারপরে অনেক উন্নয়ন হয়েছিল এবং পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছিল। উন্নয়ন পরিকল্পনা/সংশোধিত উন্নয়ন পরিকল্পনায়, বিদ্যমান রাস্তাটি ১২ মিটার থেকে ২৪ মিটারে প্রশস্ত করা হয়েছিল এবং তাই, যখন ডিপি প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং এমআরটিপি আইনের অধীনে অনুমোদিত হয়েছিল, তখন ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ প্রশস্ত রাস্তার কোনও প্রস্তাব ছিল না। এমআরটিপি আইনের অধীনে প্রস্তুত এবং অনুমোদিত উন্নয়ন পরিকল্পনা টিপি প্রকল্পকে অগ্রাহ্য করবে। এমআরটিপি আইনের অধীনে ডিপি পরিকল্পনার বিপরীতে কোনও উন্নয়ন এবং/অথবা নির্মাণের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও আদেশ বহাল রাখা যাবে না।

৩) লে-আউট পরিকল্পনা অনুমোদিত হয় এবং এমআরটিপি আইনের অধীনে অনুমোদিত ডিপি-র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিল্ডিং পারমিট সম্পূর্ণরূপে মঞ্জুর করা হয়। বিল্ডিং পারমিটের অনুসরণে এবং এগিয়ে যাওয়ার জন্য ধ্বংসের নোটিশগুলি প্রাপ্ত হয়েছিল যাতে মূল জমির মালিক/বিকাশকারীরা অনুমোদিত লে-আউট পরিকল্পনা এবং অনুমোদিত বিল্ড পারমিট অনুসারে নির্মাণ করতে সক্ষম হয়। অতএব, হাইকোর্ট হোল-এ ভুল করেছে যে এন. আই. টি-র পদক্ষেপ আইনে দুষ্ট ছিল। বিরোধটি বহু বছর ধরে বিচারাধীন রয়েছে। জমির মালিক/বিকাশকারীরা অন্যান্য অনুরূপ অবস্থিত ভাড়াটেদের সাথে সমঝোতা করেছে। এখন, মাত্র ১৮ জন ভাড়াটে এই উন্নয়নের বিরোধিতা করছেন, যদিও জমির মালিক/ডেভেলপাররা সম্মত হয়েছেন এবং তাদের সাথেও

একই আচরণ করতে প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক, যা এই আদালতের সামনে সম্মতি অনুসারে অন্যান্য ভাড়াটেদের সাথেও করা হবে। মনে হয় যে কিছু কারণে এবং/অথবা জমির মালিক/ডেভেলপারদের আরও কিছু সুবিধা দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়ার জন্য মূল রিট আবেদনকারীরা উন্নয়ন/নির্মাণের বিরোধিতা করছেন। যদিও মূল জমির মালিক/ডেভেলপারদের বিল্ডিংয়ের অনুমতি রয়েছে এবং তারা এমআরটিপি আইনের বিধানের অধীনে তাদের পরিকল্পনার অনুমোদন দিয়েছেন এবং বিপুল ব্যয় বহন করার পরেও, তারা মুলতুবি থাকা নির্দেশের কারণে আরও কোনও নির্মাণ করার মতো অবস্থানে নেই। অতএব, ইক্যুইটি জমির মালিক/ডেভেলপার হিসাবে আবেদনকারীদের পক্ষেও থাকবে।

৪) হস্তান্তরিত কেস (সি) নং ২৩/২০১৮:

এমআরটিপি আইনের ৩৯ ধারায় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষকে এমআরটিপি আইনের অধীনে অনুমোদিত উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প পরিবর্তন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যখন ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তার কোনো প্রস্তাব ছাড়াই ১৯৭৬ সালে, তারপর ১৯৮৯ এবং ২০০১ সালে উন্নয়ন পরিকল্পনা (ডিপি) অনুমোদিত হয়েছিল, তখন যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও মঞ্জুর করা হয়েছিল। সুতরাং, মূল রিট আবেদনকারীদের উত্থাপিত আপত্তি বিবেচনা করার পর, এমআরটিপি আইনের ৩৯ ধারার অধীনে বাধ্যতামূলকভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে বিরোধপূর্ণ প্রকল্প সংশোধন করা হলে, তা অবৈধ বলা যাবে না। অতএব, এমআরটিপি আইনের ৩৯ ধারা এবং এনআইটি আইনের বিধানগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পাঠ করলে, প্রকল্প সংশোধন করে ১৫ মিটার চওড়া রাস্তা বাদ দিয়ে বিজ্ঞপ্তির উপর আপত্তি, যা এখন এমআরটিপি আইনের অধীনে অনুমোদিত উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, তা অবৈধ বলা যাবে না, যার জন্য এই আদালতের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হতে পারে।

মনোহর জোশী বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্য। (২০১২) ৩ এসসিসি ৬১৯; তফসিলি জাতি এবং দুর্বল অংশ কল্যাণ সমিতি বনাম কর্ণাটক রাজ্য (১৯৯১) ২ এসসিসি ৬০৪ : [১৯৯১] ১ এসসিআর ৯৭৪ - এর উপর নির্ভর করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

(২০১২) ৩ এসসিসি ৬১৯	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৫
[১৯৯১] ১ এস. সি. আর ৯৭৪	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৮

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৯ সালের ৯৩৭ নং দেওয়ানী আপিল।

২০১৫ সালের রিট পিটিশন নং-২৬৯৫-এ বোম্বে হাইকোর্টের নাগপুর বেঞ্চের ১৫.০৯.২০১৬ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত।

সঙ্গে

২০১৯ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৯৩৮, ৯৩৯, ৯৪০, ৯৪১, ৯৪২ এবং ৯৪৩-৯৪৪ এবং ২০১৮ সালের টি.সি.(সি) নং ২৩।

সৌরভ কৃপাল, ভি. গিরি, মুকুল রোহাতগি, প্রবীণ আইনজীবীরা, মেহুল এম. গুপ্ত, বিরাট মিশ্র, আর. পি. গুপ্ত, সত্যজিৎ এ. দেশাই, অংশুমান সিং, সুশ্রী অনঘা এস. দেশাই, সমীর রোহাতগি, অক্ষয় নায়েক, অক্ষিত প্রধান, প্রশান্ত পাখিদদে, অভয় কুমার, হৃষিকেশ চিতলে, শুভ্রাংশু পাধি, ভেঙ্কিতা সুব্রামনিয়াম টি.আর, রাহাত বানসাল, আর. শর্মা, সুশ্রী লিজ ম্যাথিউ, কুশ চতুর্বেদী, সুশ্রী রুক্মিণী বোবদে, চারুহস ধর্মাধিকারী, অনিরুদ্ধ অনন্তকৃষ্ণন, কুমার শশাঙ্ক, নিবেশ কুমার, মানিক শেঠি, বিশাল প্রসাদ, সুশ্রী সৌম্যা, সুশ্রী ময়ূরী কুলকার্নি, শ্রীরাম পি. পিংলে, সুশ্রী অনঘা এস. দেশাই, সুশ্রী দীপা এম. কুলকার্নি, নিশান্ত রামকান্তরাও কাটনেশ্বারকার, সঞ্জয় ঘোষ, নিতিন ভরদ্বাজ, রামেশ্বর প্রসাদ গোয়াল, আমান ভার্মা, এস. পাধি, উপস্থিত পক্ষগুলির জন্য আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করেন

এম. আর. শাহ, বিচারপতি। এই সমস্ত বিশেষ অনুমতির আবেদনে অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছে।

১. যেহেতু বোম্বে হাইকোর্ট, নাগপুর বেঞ্চ ২০১৫ সালের রিট পিটিশন No.২৬৯৫ দ্বারা গৃহীত ১৫.০৯.২০১৬ তারিখের বিতর্কিত রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত আপিলের এই গোষ্ঠীতে আইন ও তথ্যের সাধারণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, এই সমস্ত আপিল এই সাধারণ রায় এবং আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। সুবিধার জন্য, ২০১৬ সালের এসএলপি© নং ৩২০৮৯ থেকে উদ্ভূত দেওয়ানী আপিলকে প্রধান বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং উক্ত আপিলের তথ্যগুলি বর্ণনা করা হয়,

২. বোম্বে হাইকোর্টের নাগপুর বেঞ্চের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক ২০১৫ সালের ডব্লিউ.পি. নং ২৬৯৫-এ ১৫.০৯.২০১৬ তারিখে প্রদত্ত বিতর্কিত রায় ও আদেশে অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়ে, যার মাধ্যমে ডিভিশন বেঞ্চ বর্তমান আপিলের ১ থেকে ১৮ নম্বর প্রতিবাদী - মূল

পিটিশনার ১ থেকে ১৮ নম্বর, বিতর্কিত ভবনের কিছু দখলদার/ভাড়াটেদের দায়ের করা উক্ত রিট পিটিশন মঞ্জুর করেছে এবং যার মাধ্যমে ডিভিশন বেঞ্চ নাগপুর ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট কর্তৃক ২৪.০৪.২০১৫ তারিখে জারিকৃত নোটিশ বাতিল করেছে, মূল প্রতিবাদী - নাগপুর ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট এবং অন্যান্যরা বর্তমান আপিলগুলি দায়ের করেছে।

৩. সংক্ষেপে বর্তমান আপিলের দিকে পরিচালিত তথ্যগুলি নিম্নরূপ।

৪. যে নাগপুর ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট অ্যাক্ট ১৯৩৬ (এরপরে 'এনআইটি অ্যাক্ট' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) '২৫.১২.১৯৩৬'-তে কার্যকর করা হয়েছিল। নাগপুর ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট (এরপরে 'এনআইটি' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) বোর্ড রেজোলিউশন তারিখের '২৯.১০.১৯৬০'-এর মাধ্যমে 'অভ্যংকর রোড প্রশস্তকরণ এবং বুটি মহল স্ট্রিট স্কিম' (এরপরে 'স্কিম' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) হিসাবে একটি উন্নতি প্রকল্প তৈরি করেছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, মহাত্মা গান্ধী রোড থেকে অভয়নকর রোডের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি নতুন ১৫ মিটার চওড়া রাস্তা নির্মাণ করা হবে। উক্ত প্রকল্পে প্রদত্ত ১৫ মিটারের অভ্যন্তরীণ রাস্তাটি বর্তমান বিষয়গুলির বিষয়। যে, এই প্রকল্পটি এনআইটি আইনের ৩৯ ধারা অনুসারে প্রকাশিত হয়েছিল। যে, এনআইটি উপরোক্ত প্রকল্পের রাজ্য সরকারের অনুমোদন চেয়েছিল। যে রাজ্য সরকার এনআইটি আইনের ৪৪ (১) ধারা এবং ৪৫ (১) (এ) ধারা অনুসারে ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই প্রকল্পটি অনুমোদন করেছে। তদনুসারে, এনআইটি আইনের ৪৫ ধারার অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছিল।

৪.১. এরপরে, মহারাষ্ট্র আঞ্চলিক নগর পরিকল্পনা আইন, ১৯৬৬ (এরপরে "এমআরটিপি আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) কার্যকর হয়েছিল। এই পর্যায়ে, এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এমআরটিপি আইন অনুসারে, উক্ত আইনের অধীনে তৈরি যে কোনও উন্নয়ন পরিকল্পনাকে বিপরীতভাবে যে কোনও প্রকল্পের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে। নীচে এটি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

৪.২. এন. আই. টি-কে নাগপুরের জন্য এমআরটিপি আইনের অধীনে "পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ" হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে, এমআরটিপি আইনের ২২ ও ৩১ ধারার অধীনে নাগপুর শহরের জন্য প্রথম চূড়ান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি ও অনুমোদন করা হয়েছিল। এই পর্যায়ে, এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উক্ত চূড়ান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনায়, এনআইটি আইনের অধীনে নগর

পরিকল্পনা প্রকল্পের অধীনে প্রদত্ত ১৫ মিটারের উপরে রাস্তাটি এমআরটিপি আইনের অধীনে উন্নয়ন পরিকল্পনায় দেখানো হয়নি।

৪.৩. এন. আই. টি, ০৫.০৬.১৯৮১ এবং ৩১.১২.১৯৮১ তারিখের পর্ষদের বৈঠকে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। অর্থাৎ, রাজ্য সরকার জমি অধিগ্রহণের জন্য একজন বিশেষ জমি অধিগ্রহণ আধিকারিক নিয়োগ করে এবং জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়,

৪.৪. যে ১৯৮১ সালের ২১শে জুন তারিখে একটি সংবাদপত্র প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল যে এনআইটি "বুটি মহল উন্নয়ন প্রকল্প" পুনঃউন্নয়নের জন্য ভূমি মালিকদের হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যে ১৯৮৩ সালে, ভূমি মালিকরা বোম্বে হাইকোর্টের নাগপুর বেঞ্চে অধিগ্রহণকে চ্যালেঞ্জ করে ডব্লিউ.পি. নং ২৩২৬/১৯৮৩ নামে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন। প্রাথমিকভাবে, হাইকোর্ট অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার উপর একটি অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ মঞ্জুর করেছিল।

৪.৫. যে ১৯৮৪ সালের ৭ই জুন তারিখে, ভূমি মালিক - শ্রী যোগেশ্বর বুটি এবং শ্রীমতী মাধুরীবাঈ বুটি তাদের মালিকানাধীন ৬, ৭ এবং ৮ নম্বর প্লটগুলির একটি পুনর্গঠিত প্লট বা প্লট বরাদ্দের জন্য এনআইটি-র কাছে যান। তবে, উক্ত অনুরোধটি এনআইটি ১৯৮৪ সালের ১৭ই আগস্ট তারিখে প্রত্যাখ্যান করে।

৪.৬. যে ১৯৯৫ সালের ১৩ই মার্চ তারিখে, শ্রীমতী ইন্দিরাবাঈ বুটি (ভূমি মালিক) জমি উন্নয়নের অনুমতি চেয়ে একটি আবেদন জমা দেন যাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উল্লেখ ছিল যে; (১) এনআইটি-র উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী জমির উন্নয়ন করা হবে; (২) প্রস্তাবিত প্রকল্পে সকল ভাড়াটেদের স্থান দেওয়া হবে; (৩) উন্নতকরণ চার্জ এনআইটি-কে পরিশোধ করা হবে। যে এনআইটি-র বোর্ড ১৯৯৬ সালের ১১ই মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত তার সভায় একটি প্রস্তাব পাস করে যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে .....(১) শ্রী যধুরাজ সাংঘানির ক্ষেত্রে একটি প্লট বরাদ্দ করা হয়েছিল; (২) শ্রীমতী ইন্দিরাবাঈ বুটি এবং অন্যান্য ভূমি মালিকরা তাদের প্রস্তাবিত প্রকল্পে পুনর্গঠিত প্লটের এলাকার ভাড়াটেদের স্থান দেবেন এবং (৩) বিষয়যুক্ত প্লট সংক্রান্ত সকল পিটিশন নিঃশর্তভাবে প্রত্যাহার করতে হবে। এনআইটি-র ১৯৯৬ সালের ১১ই মার্চ তারিখের উক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে, ভূমি মালিকরা অধিগ্রহণকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিট পিটিশন নং ২৩২৬/১৯৮৩ প্রত্যাহার করে নেন।

৪.৭. ইতিমধ্যে, ১৯৮৯ সালে, প্রথম চূড়ান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা, যা পূর্বে ১৯৮৬ সালে প্রস্তুত ও অনুমোদিত হয়েছিল, তা সংশোধন করা হয়। পুনরায়, সংশোধিত ডিপি-তে উপরোক্ত ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তাটি দেখানো হয়নি।

৪.৮. দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৯৭ সালে, এনআইটি নগর উন্নয়ন বিভাগকে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছিল যাতে সরকার এনআইটি (ভূমি নিষ্পত্তি) বিধি, ১৯৮৩ (যা এর পরে "১৯৮৩ বিধি" নামে অভিহিত) এর বিধি ৫(২) শিথিল করার অনুমতি দেয়, ১৯৮৩ বিধির বিধি ২৬ এর অধীনে, বর্তমান প্রকল্পে পুনর্গঠিত প্লট বরাদ্দ করার জন্য। রাজ্য সরকার ০৭.১০.১৯৯৭ তারিখে ১৯৮৩ বিধির বিধি ২৬ এর অধীনে আদেশ জারি করে বিধি ৫(২) শিথিল করে এবং খাসরা নং ৩২০ মৌজা সিতাবুল্ডিতে অবস্থিত সার্ভে নং ৩১১৭, ৩১১৯, ৩১২৩, ৩১২৭, ৩১২০, ৩১২২, ৩১২৪ এবং ৩২৫ এ পুনর্গঠিত প্লট বরাদ্দ করে, কিছু শর্ত সাপেক্ষে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: (i) আবেদনকারীরা ভূমি অধিগ্রহণ আধিকারিক কর্তৃক নির্ধারিত জমির ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করবেন এবং তাকে জমির দখল হস্তান্তর করবেন; (ii) জমির উন্নয়ন এনআইটি-এর উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী হবে; (iii) সকল ভাড়াটিয়াকে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং (iv) ভাড়াটিয়াদের স্বার্থে এনআইটি ১৯৮৩ বিধির বিধি ৭(৩) এর প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব না রেখে বাজার মূল্যের ৫০% হারে প্লট বরাদ্দের হার নির্ধারণ করে।

৪.৯. এনআইটি ০৭.১০.১৯৯৭ তারিখের সরকারি আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ২৩.১০.১৯৯৭ তারিখে একটি বোর্ড রেজোলিউশন পাশ করে। এনআইটি-এর বিশেষ ভূমি অধিগ্রহণ আধিকারিক ১৬.১২.১৯৯৭ তারিখে খাসরা নং ৩২০ সিতাবুল্ডি, নাগপুর-এ অবস্থিত ৫৬৭৭ বর্গফুট জমির জন্য একটি অ্যাওয়ার্ড পাশ করেন। ভূমি অধিগ্রহণ আধিকারিক কর্তৃক ঘোষিত অ্যাওয়ার্ড অনুসারে, ভূমি অধিগ্রহণ আধিকারিক কর্তৃক জমির দখল নেওয়া হয় এবং এনআইটি-কে হস্তান্তর করা হয়। দেখা যাচ্ছে যে, ২৭১৫৫২.৬০ বর্গফুটের জমির মধ্যে, এনআইটি কর্তৃক শুধুমাত্র ১১৪০৭৯.৩৬ বর্গফুট জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল এবং বাকি জমি মালিকদের কাছেই ছিল।

৪.১০. এমআরটিপি আইনের ৩১ ধারার অধীনে চূড়ান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০০১ সালে অনুমোদিত হয়।

৪.১১. ০৭.১০.১৯৯৭ তারিখের সরকারি আদেশ অনুসারে, অভয়ঙ্কর রোড প্রশস্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল এবং দোকানপাট ভেঙে ফেলার জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছিল। সেই পর্যায়ে, অভয়ঙ্কর রোডের কিছু ভাড়াটিয়া ২০০২ সালের রিট পিটিশন নং ৭৯৮ দাখিল করে, যা রাস্তা প্রশস্ত করার প্রক্রিয়ায় এনআইটি কর্তৃক ভাড়াটিয়াদের জারি করা উচ্ছেদ নোটিশকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। উক্ত রিট পিটিশনটি হাইকোর্ট কর্তৃক ২২.০২.২০০২ তারিখের রায়ে খারিজ করা হয়। বিষয়টি এই আদালতে আনা হয়। এই আদালতে, ডব্লিউ.পি.নং ৭৯৮/২০০২ এর আবেদনকারী এবং জমির মালিক ও এনআইটি-এর মধ্যে একটি আপস মীমাংসা হয়। ০৮.০৪.২০০২ তারিখের আদেশে, এসএলপি(সি) নং ৪৮৪৬/২০০২ জমির মালিক, ভাড়াটিয়া (শুধুমাত্র

রিট পিটিশনের আবেদনকারী, ডব্লিউ.পি.নং ৭২৫/২০০২ এর মূল আবেদনকারী)-দের মধ্যে আপস মীমাংসার শর্তে নিষ্পত্তি করা হয়, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত শর্তাবলী উল্লেখ করা হয়েছিল:

1. বাড়িওয়ালা পুনর্গঠিত জমির উপর একটি বহুতল ভবন নির্মাণ করবেন যা এনআইটি দ্বারা তাকে বরাদ্দ করা হয়েছিল।

2. ভাড়াটিয়া এবং বাড়িওয়ালা আপোষ আবেদন দায়ের করার এক সপ্তাহের মধ্যে অভয়ঙ্কর রোডের সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় তাৎক্ষণিক কার্যধারায় অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি থেকে তাদের দখলে থাকা এলাকা খালি করে দেবেন

এই সমঝোতায় নাগপুর শহরের উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসারে একটি একক পুনর্গঠিত প্লট এবং স্যুট সম্পত্তির পুনর্বিন্যাস এবং উন্নয়নের পরে সমস্ত ভাড়াটেদের পুনর্বাসন করার জন্য এনআইটি-র ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

৪.১২. এরপর, মালিকদের অনুরোধের ভিত্তিতে, এনআইটি ২৩.১০.২০০৩ তারিখে একটি রেজোলিউশন পাশ করে অবিভক্ত শেয়ার হিসাবে ১০৬০২.০৯ বর্গমিটারের একটি একক পুনর্গঠিত প্লট বরাদ্দ করার জন্য এবং সেটি বুটি পরিবারকে প্রস্তাব করা হয়। এরপর, সরকার ১২.১১.২০০৩ তারিখের চিঠির মাধ্যমে মালিকদের পুনর্গঠিত প্লট বরাদ্দ করে। ১২.১১.২০০৩ তারিখের চিঠি থেকে দেখা যায় যে উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী রাস্তার জন্য জমি প্রদান করা হবে এবং সুবিধাভোগীদের রাস্তা প্রশস্তকরণ ও পার্কিংয়ের জন্য জমি উপলব্ধ করতে হবে।

৪.১৩. এরপর দেখা যাচ্ছে যে এনআইটি রাজ্য সরকারের কাছে ১৬.০৮.২০০৫ এবং ২৯.০৩.২০০৬ তারিখে স্মারকলিপি পেশ করে, যা আপাতদৃষ্টিতে এমআরটিপি আইনের ৩৭(১) ধারার অধীনে অভয়ঙ্কর রোডের প্রস্থ ১২ মিটার থেকে ২৪ মিটারে বৃদ্ধি করার জন্য এবং বাণিজ্যিক দোকান পরিচালনাকারী ভাড়াটিয়াদের স্থান দেওয়ার জন্য পুনর্গঠিত প্লটটিকে আবাসিক থেকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবর্তন করার জন্য করা হয়েছিল।

৪.১৪. এরপর দেখা যাচ্ছে যে ০২.০৮.২০০৬ তারিখে, মালিকরা এখানকার একজন আবেদনকারী - এম/এস গোয়েল গঙ্গা ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড রিয়েল এস্টেট প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে খাসরা নং ৩২০-এর সম্পত্তি উন্নয়নের জন্য একটি উন্নয়ন চুক্তি করেন।

৪.১৫. এরপর রাজ্য সরকার ২২.০৬.২০০৭ তারিখে এমআরটিপি আইনের ৩৭(১) ধারার অধীনে একটি আদেশ পাশ করে খাসরা নং ৩২০ এবং ৩১৫ (আংশিক)-এর ব্যবহার আবাসিক থেকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবর্তনের অনুমতি দেয়। দেখা যাচ্ছে যে রাজ্য অভয়ঙ্কর রোডকে ১২ মিটারের পরিবর্তে ২৪ মিটারে প্রশস্ত করার অনুমতিও দিয়েছিল।

৪.১৬. মনে হয় এরপর, বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য বিকাশকারী কর্তৃক দাখিল করা লেআউট প্ল্যানের নকশা/ভবন মানচিত্রের অস্থায়ী অনুমোদন এনআইটি কর্তৃক ২২.০৪.২০০৮ তারিখে মঞ্জুর করা হয়েছিল। মনে হয় এরপর, ১৮.০৮.২০০৯ তারিখের চিঠির মাধ্যমে, এনআইটি ভূমি মালিকদের ১১৪০৭৯.৩৬ বর্গমিটারের একটি একক পুনর্গঠিত প্লট বরাদ্দ করে একটি চিঠি জারি করে, যা উক্ত চিঠিতে উল্লিখিত শর্তাবলীর অধীন ছিল। এরপর, ১০.০২.২০১০ তারিখে, ১৮.০৮.২০০৯ তারিখের বরাদ্দপত্রে উল্লিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, এনআইটি এবং ভূমি মালিকদের মধ্যে পুনর্গঠিত প্লট সংক্রান্ত একটি ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মনে হয় এরপর, ১৫.০৫.২০১২ তারিখে, এনআইটি নাগপুর শহরের ডি.সি.আর. অনুযায়ী পুনর্গঠিত প্লটের চূড়ান্ত লেআউট প্ল্যান অনুমোদন করে। ভবন পরিকল্পনাও নাগপুর শহরের ডি.সি.আর. অনুসারে ২৭.০৬.২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়। যে, ১০.১২.২০১৪ তারিখে, এনআইটি কর্তৃক নির্দিষ্ট কিছু শর্তাবলীর সাপেক্ষে ভবন নির্মাণের অনুমতি এবং কাজ শুরুর শংসাপত্র জারি করা হয়েছিল। যে, এনআইটি কর্তৃক ১১.১২.২০১৪ তারিখে একটি সংশোধিত ভবন পরিকল্পনাও তাতে উল্লিখিত শর্তাবলীর সাপেক্ষে অনুমোদিত হয়েছিল।

৪.১৭. এরপর, ২৪.০৪.২০১৫ তারিখে, এনআইটি ভাড়াটেদের তাদের দোকানের একটি অংশ খালি করার জন্য নোটিশ জারি করে যাতে লেআউট প্ল্যান অনুযায়ী নির্মাণ কাজ করা সম্ভব হয়।

৪.১৮. উপরোক্ত নোটিশগুলির ফলস্বরূপ বোম্বে হাইকোর্টের নাগপুর বেঞ্চে ডব্লিউ.পি. নং ২৬৯৫/২০১৫ দায়ের করা হয়। উক্ত রিট পিটিশনে, এখানকার ১ থেকে ১৮ নম্বর প্রতিবাদী - মূল রিট পিটিশনাররা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এনআইটি কর্তৃক ২৪.০৪.২০১৫ তারিখে জারিকৃত নোটিশগুলি বাতিল করার জন্য একটি আদেশের প্রার্থনা করেছিলেন। যে, উক্ত পিটিশনের মূল রিট পিটিশনার এবং এনআইটি উভয়েই বিরোধিতা করেছিল। মনে হয় এরপর, মূল রিট পিটিশনাররা ডব্লিউ.পি. নং ২৬৯৫/২০১৫-এ সি.এ. নং ১৬১৫/২০১৫ নামে একটি আবেদন দাখিল করে রিট পিটিশনের প্রার্থনার সংশোধন এবং তাদের ২৭.০৬.২০১২ তারিখের অনুমোদিত পরিকল্পনা এবং ১১.১২.২০১৪ তারিখের সংশোধিত পরিকল্পনাকে চ্যালেঞ্জ করার অনুমতি চেয়েছিল। মূল ভূমি মালিক এবং বিকাশকারীরা উক্ত সংশোধনের বিরোধিতা করেছিল। তবে, এরপর হাইকোর্ট উক্ত সংশোধনীর আবেদন মঞ্জুর করে।

৪.১৯. মনে হয় যে, শুনানির সময়, হাইকোর্ট ০৩.০৯.২০১৫ তারিখে ডব্লিউ.পি. নং ২৬৯৫/২০১৫-এ একটি আদেশের মাধ্যমে এনআইটি-র চেয়ারম্যানকে ভাড়াটে, বিকাশকারী এবং ভূমি মালিক উভয়ের প্রতিনিধিদের ডেকে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ মীমাংসার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন এবং আদালতকে একটি প্রতিবেদন জমা দিতে বলেন। মনে হয় যে,

০৩.০৯.২০১৫ তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, এনআইটি-র চেয়ারম্যান সকল পক্ষকে ডেকেছিলেন। এরপরে চেয়ারম্যান, এনআইটি ১৫.১০.২০১৫-এর উপর একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছিলেন যাতে বলা হয়েছিল যে দলগুলির মধ্যে কোনও নিষ্পত্তি করা যায়নি,

৪.২০. অতঃপর, বিতর্কিত রায় ও আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্ট রিট পিটিশন মঞ্জুর করেছে এবং এনআইটি কর্তৃক জারিকৃত ২৮.০৪.২০১৫ তারিখের ভাঙার নোটিশ বাতিল ও খারিজ করেছে। হাইকোর্ট আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে এনআইটির পক্ষে রিট আবেদনকারীদের অনুকূলে মঞ্জুরিকৃত ১৫.০৫.২০১২ তারিখের অনুমোদিত লেআউট প্ল্যান, ২৭.০৬.২০১২ তারিখে মঞ্জুরিকৃত এবং ১১.১২.২০১৪ তারিখে সংশোধিত বিল্ডিং পারমিট, সেইসাথে যদি কোনো নির্মাণ কাজ হয়ে থাকে, তা এনআইটি অ্যাক্ট, ১৯৬৪ এর ৪৫ ধারার অধীনে প্রকাশিত স্কিমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার পর ভাঙার নতুন নোটিশ জারি করা যেতে পারে। বিতর্কিত রায় ও আদেশ প্রদানের সময় হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ ও রায় দিয়েছে যে বিল্ডিং পারমিটে অনুমোদিত লেআউট প্ল্যান এনআইটি অ্যাক্টের ৪৫ ধারার অধীনে প্রকাশিত ও অনুমোদিত স্কিমের বিধানের পরিপন্থী এবং এটি অভ্যন্তরীণ ত্রুটিতে দুষ্ট।

৪.২১. হাইকোর্ট কর্তৃক ১৫.০৯.২০১৬ তারিখে ডব্লিউ.পি.নং ২৫৯৫/২০১৬-তে প্রদত্ত বিতর্কিত রায় ও আদেশ বর্তমান আপিলগুলির বিষয়বস্তু।

৫. দেখা যাচ্ছে যে, ইতিমধ্যে এবং হাইকোর্ট কর্তৃক বিতর্কিত রায় ও আদেশ প্রদানের পর, এনআইটি অ্যাক্টের ৪৫ ধারার অধীনে অনুমোদিত মূল স্কিম, যাতে ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তার বিধান ছিল, তা এনআইটি অ্যাক্টের বিধান অনুযায়ী ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তা বাদ দিয়ে সংশোধন করা হয়েছে। এটি মহারাষ্ট্র সরকারের গেজেটে ২৪.০৪.২০১৭ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। ডব্লিউ.পি.নং ৫০০৫/২০১৭ নাগপুর বেঞ্চ, বোম্বে হাইকোর্টে ১৮ জন ভাড়াটিয়া/দোকানদার কর্তৃক এনআইটি অ্যাক্টের ৪৬ ধারার অধীনে ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তা এবং স্কিমের অন্য একটি অভ্যন্তরীণ রাস্তা বাদ দিয়ে এনআইটি কর্তৃক ২৪.০৪.২০১৭ তারিখে গৃহীত রেজোলিউশনের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছিল। ডব্লিউ.পি.নং ৫০০৫/২০১৭ এই আদালতে স্থানান্তরের জন্য প্রার্থনা জানিয়ে এই আদালতে একটি স্থানান্তর মামলা নং ২৩/২০১৮ দায়ের করা হয়েছিল। সেই কারণে, স্থানান্তর মামলা নং ২৩/২০১৫ বর্তমান আপিলের দলের সাথে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

৫.১. আমরা স্থানান্তরিত রিট পিটিশন নং ৫০০৫/২০১৭-এর সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শুনেছি, সেইসাথে ডব্লিউ.পি.নং ২৬৯৫/২০১৫-এ ১৫.০৯.২০১৬ তারিখে প্রদত্ত বিতর্কিত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা অন্যান্য আপিলগুলির শুনানিও গ্রহণ করেছি।

৬. শ্রী ভি. গিরি, শ্রী মুকুল রোহতাগি এবং শ্রী ধ্রুব মেহতা, স্ব স্ব আপীলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী দৃঢ়ভাবে দাখিল করেছেন যে হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় ও আদেশ এমআরটিপি আইনের বিধানাবলী এবং এই আদালত কর্তৃক মনোহর যোশী বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য ও অন্যান্য, ২০১২ (৩) এসসিসি ৬১৯ মামলায় প্রণীত আইনের পরিপন্থী।

৬.১. স্ব স্ব আপীলকারী-মূল প্রতিবাদীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দৃঢ়ভাবে দাখিল করেছেন যে বিতর্কিত রায় ও আদেশ প্রদানের সময় হাইকোর্ট এমআরটিপি আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানাবলী সঠিকভাবে উপলব্ধি ও বিবেচনা করেনি।

৬.২. স্ব স্ব আপীলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দৃঢ়ভাবে দাখিল করেছেন যে যদিও এনআইটি, ১৯৩৬ এর বিধানের অধীনে প্রণীত মূল প্রকল্পে ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তার বিধান ছিল, এরপর যখন এমআরটিপি আইন প্রণীত ও কার্যকর হয় এবং এমআরটিপি আইনের বিধানের অধীনে প্রণীত ও অনুমোদিত উন্নয়ন পরিকল্পনায় এনআইটি আইনের ৪৫ ধারার অধীনে প্রকাশিত প্রকল্পে যেমন "অভ্যন্তরীণ রাস্তা" ছিল তেমন কোনো রাস্তা অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তখন এমআরটিপি আইনের বিধান অনুসারে, উন্নয়ন পরিকল্পনা ডিপি স্কিমকে অগ্রাহ্য করে এবং সেইজন্য কোনো অভ্যন্তরীণ রাস্তা প্রদানের প্রশ্নই ওঠে না। দাখিল করা হয়েছে যে হাইকোর্ট উপরোক্ত বিষয়টি আদৌ সঠিকভাবে উপলব্ধি করেনি।

৬.৩. স্ব স্ব আপীলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দৃঢ়ভাবে দাখিল করেছেন যে, মনোহর যোশী (উপরোক্ত) মামলায় প্রণীত আইন অনুসারে, ডিপি প্ল্যান স্কিমকে অগ্রাহ্য করে; এবং স্কিমের মধ্যে ডিপি প্ল্যানের বিপরীত কিছু থাকলে এমআরটিপি আইনের বিধানের অধীনে অনুমোদিত উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য তা পরিবর্তন করতে হবে। দাখিল করা হয়েছে যে, সেইজন্য, হাইকোর্ট ১৫.০৫.২০১২ তারিখে অনুমোদিত চূড়ান্ত বিন্যাস পরিকল্পনা এবং ২৭.০৬.২০১২ তারিখে মঞ্জুরকৃত এবং ১১.১২.২০১৪ তারিখে সংশোধিত নির্মাণ অনুমতির ভিত্তিতে জারিকৃত উচ্ছেদ নোটিশগুলি বাতিল ও খারিজ করে দিয়ে বস্তুগতভাবে ভুল করেছে, যা এমআরটিপি আইনের বিধান অনুসারে ছিল।

৬.৪. স্ব স্ব আপীলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী আরও দাখিল করেছেন যে হাইকোর্ট মনোহর যোশী (উপরোক্ত) মামলায় এই আদালতের রায় ভুলভাবে পাঠ ও/অথবা ভুল ব্যাখ্যা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এনআইটি আইনের ৪৫ ধারার অধীনে এনআইটির উপর ন্যস্ত বিধিবদ্ধ বাধ্যবাধকতা, চূড়ান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রস্তাবের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বা পরিবর্তিত না হওয়া

পর্যন্ত স্কিমটি কার্যকর করার, এখনও বিদ্যমান এবং তা বলবৎ করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী জোরালোভাবে জমা দিয়েছেন যে উপরোক্ত পর্যবেক্ষণগুলি মনোহর যোশীর (উপরোক্ত) ক্ষেত্রে এই আদালতের করা পর্যবেক্ষণের ঠিক বিপরীত। এটি দাখিল করা হয়েছে যে মনোহর যোশীর (উপরোক্ত) ক্ষেত্রে এই আদালত বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং রায় দিয়েছে যে এমআরটিপি আইনের ৩৯ ধারার অধীনে নির্দেশিত এই ধরনের পরিবর্তন না হলেও, জমিটি ডিপি পরিকল্পনার বিধানগুলির সাথে সাংঘর্ষিক কোনও উপায়ে ব্যবহার করা যাবে না।

৬.৫. সংশ্লিষ্ট আপিলকারীদের পক্ষ থেকে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, এমনকি উপরোক্ত অনুসন্ধান এবং পর্যবেক্ষণও এমআরটিপি আইনের ৪৩ ধারার পরিপন্থী, যেখানে বলা হয়েছে যে একবার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করার অভিপ্রায় ঘোষণা করা হয়ে গেলে, তার বিপরীতে কোনও উন্নয়নের অনুমতি দেওয়া যাবে না।

৬.৬. সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, হাইকোর্ট যথাযথভাবে মূল্যায়ন করেনি এবং এই সত্যটি বিবেচনা করেনি যে, পরবর্তী উন্নয়ন এবং বিদ্যমান রাস্তার প্রশস্তকরণের পরিপ্রেক্ষিতে, এনআইটি আইনের অধীনে প্রকল্পে প্রদত্ত অভ্যন্তরীণ রাস্তার কোনও প্রয়োজন ছিল না। এটি দাখিল করা হয়েছে যে, পরবর্তী উন্নয়ন এবং বিদ্যমান রাস্তার প্রশস্তকরণের পরিপ্রেক্ষিতে, যখন পরবর্তীকালে এমআরটিপি আইনের অধীনে ডিপি প্রস্তুত করা হয়েছিল, তখন এনআইটি আইনের অধীনে প্রকল্পে ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তার কোনও বিধান ছিল না।

৬.৭. বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, হাইকোর্ট এই বিষয়টিকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করেনি যে, এমআরটিপি আইনের বিধানের অধীনে প্রস্তুত উন্নয়ন পরিকল্পনায়, যা ১৯৭৬ সালে প্রথম প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং পরবর্তী ডিপি-তে, অভ্যন্তরীণ সড়কের জন্য কোনও বিধান ছিল না এবং তা সত্ত্বেও মূল রিট আবেদনকারীদের দ্বারা এটিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। এটি দাখিল করা হয় যে প্রাথমিকভাবে মূল রিট পিটিশনে যা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল তা ছিল ধ্বংসের নোটিশ। এটি দাখিল করা হয় যে পরবর্তীকালেও এমআরটিপি আইনের বিধানের অধীনে প্রস্তুত এবং অনুমোদিত ডিপি, যা অভ্যন্তরীণ রাস্তার জন্য কোনও বিধান ধারণ করে না, তা মোটেও চ্যালেঞ্জের আওতায় ছিল না। এটি দাখিল করা হয় যে, অতএব, এমআরটিপি আইনের বিধানগুলির অধীনে বিন্যাস পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছিল এবং এমআরটিপি আইনের বিধানগুলির অধীনে বিল্ডিং পারমিট জারি করা হয়েছিল, যা পরবর্তীকালে সংশোধনের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। এটি দাখিল করা হয়েছে যে এমআরটিপি আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে, নির্মাণটি এমআরটিপি আইনের বিধানের অধীনে প্রদত্ত লেআউট পরিকল্পনা এবং বিল্ডিং পারমিট অনুসারে

করতে হবে। তাই, হাইকোর্ট চূড়ান্ত লেআউট পরিকল্পনা এবং বিল্ডিং পারমিট বাতিল করে এবং বাতিল করে বাস্তবিকভাবে ভুল করেছেন, শুধুমাত্র এই কারণে যে এটি এনআইটি আইনের ধারা ৪৫ এর অধীনে প্রকাশিত স্কিমের লঙ্ঘন।

৬.৮. আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, হাইকোর্ট যথাযথভাবে এন. আই. টি-র বিষয়টিকে মূল্যায়ন ও বিবেচনা করেনি এবং উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিরামচিহ্নিত লাইনগুলি কেবল এন. আই. টি-র নিয়ন্ত্রণে থাকা প্রকল্পের সীমানা নির্দেশ করে এবং এর চেয়ে বেশি তাৎপর্য আর নেই।

৬.৯. বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, হাইকোর্ট বস্তুগতভাবে ভুল করেছে যে, উন্নয়ন পরিকল্পনায় দেখানো অভ্যন্তরীণ সড়কের বিপরীতে কোনও সংশোধনীর অভাবে, অভ্যন্তরীণ সড়কের বিধানগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অদৃশ্য হয়ে যায় বলে বলা যায় না। বলা হয় যে, হাইকোর্ট এই সত্যটিকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করেনি যে, এমআরটিপি আইনের বিধানগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে যে উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে, তা বিশেষত কোনও অভ্যন্তরীণ রাস্তা সরবরাহ করে না, যা আগে প্রকল্পে এবং এন. আই. টি আইনে দেওয়া হয়েছিল।

৬.১০. বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, প্রকল্প অনুযায়ী নয়, বরং উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী ল্যান্ডিন প্রশ্নটি বিকাশের জন্য '০৭.১০.১৯৯৭' তারিখের সরকারি প্রস্তাবটিতেও বিশেষভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং/অথবা অর্থ প্রদান করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ আইনজীবী দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছে যে, '০৭.১০.১৯৯৭' তারিখের জি. ও. জারি করার সময়, এটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, জমির মধ্য দিয়ে ৫০ ফুট (১৫ মিটার) প্রশস্ত রাস্তাটি উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় সরবরাহ করা হয়নি। এটি দাখিল করা হয়েছে যে উপরোক্ত বিষয়টি এমনকি এনআইটি দ্বারা বিবেচনা ও উল্লেখ করা হয়েছিল। এটি দাখিল করা হয়েছে যে উপরোক্ত সত্ত্বেও হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে এনআইটি জুড়ে সকলেই এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিল।

৬.১১. বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, হাইকোর্ট এই বিষয়টিকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করেনি যে, এমআরটিপি আইনের বিধান অনুযায়ী একটি সুসংহত প্লটও বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং তার পরে এমআরটিপি আইনের বিধান অনুযায়ী বিন্যাস পরিকল্পনা জমা দেওয়া হয়েছিল এবং এমআরটিপি আইনের বিধান অনুযায়ী অনুমোদিত ডিপি অনুযায়ী নির্মাণ করার জন্য উন্নয়নের অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। আবেদনে বলা হয়েছে যে, হাইকোর্ট লেআউট প্ল্যানের অনুমোদন এবং অনুমতি প্রদানের ফলে জারি করা ভাঙার নোটিশগুলি বাতিল

এবং বাতিল করে বাস্তবিকভাবে ভুল করেছেন। দাখিল করা হয়েছে যে হাইকোর্ট এমআরটিপি আইনের বিধানের অধীনে মঞ্জুরকৃত বিন্যাস পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন অনুমতি বাতিল ও খারিজ করে দিয়ে বস্তুগতভাবে ভুল করেছে। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও দাখিল করেছেন যে, হাইকোর্ট সেইজন্য বস্তুগতভাবে ভুল করেছে এই পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে যে, এনআইটি আইনের অধীনে প্রণীত স্কিমের পরিপন্থী অনুমতি/বিন্যাস পরিকল্পনার অনুমোদন ডেভেলপার এবং মালিকদের অন্যায্য সুবিধা দেওয়ার জন্য আইনের অপব্যবহার ছিল এবং এটি অভ্যন্তরীণ রাস্তায় অবস্থিত ভাড়াটেদের সম্মুখভাগের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে।

৬.১২. বিজ্ঞ আইনজীবী আরও দাখিল করেছেন যে হাইকোর্ট এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে ভুল করেছে যে মাত্র ১৮ জন ভাড়াটে রিট পিটিশন দাখিল করেছিল এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, যার বিপরীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাড়াটে এই আদালতের সামনে মীমাংসা/আপস মেনে নিয়েছিল। বলা হয়েছে যে আপীলকারীরা এখানকার মূল রিট আবেদনকারীদেরকেও একই সুবিধা দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক। তবে দাখিল করা হয়েছে যে, কোনো অস্পষ্ট কারণে এবং/অথবা আরও কিছু সুবিধা পাওয়ার জন্য, মাত্র ১৮ জন ভাড়াটে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল এবং রিট পিটিশন দাখিল করেছিল।

৬.১৩. স্ব স্ব আপীলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দৃঢ়ভাবে দাখিল করেছেন যে, একদিকে হাইকোর্ট স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যে, ৮৬ অনুচ্ছেদে, হাইকোর্ট বিন্যাস পরিকল্পনা এবং এনআইটি কর্তৃক মঞ্জুরকৃত নির্মাণ অনুমতি বাতিল করেনি এবং হাইকোর্টের পক্ষে তা বাতিল করারও প্রয়োজন নেই, অন্যদিকে হাইকোর্ট কর্তৃক ৮৯(২) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণ অনুমোদিত বিন্যাস পরিকল্পনা এবং এমনকি নির্মাণ অনুমতি বাতিল ও খারিজ করার সমতুল্য হবে।

৬.১৪. উপরোক্ত দাখিলগুলি পেশ করে এবং এনআইটি আইন, এমআরটিপি আইন এবং মনোহর যোশী (উপরোক্ত) মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, বর্তমান আপীলগুলি মঞ্জুর করার এবং হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় ও আদেশ বাতিল ও খারিজ করার অনুরোধ করা হচ্ছে।

৭. রিট আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রীমতি রুখমিনী বোবদে এবং বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রীমতী দীপা কুলকার্নী বর্তমান আপীলগুলির তীব্র বিরোধিতা করছেন।

৭.১. মূল রিট আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় ও আদেশ সমর্থন করেছেন।

৭.২. মূল রিট আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী দৃঢ়ভাবে দাখিল করেছেন যে হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় ও আদেশ এনআইটি অ্যাক্ট এবং এমআরটিপি অ্যাক্টের বিধানগুলির সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ, যাতে এই আদালতের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

৭.৩. মূল রিট আবেদনকারীদের বিজ্ঞ আইনজীবী দৃঢ়ভাবে দাখিল করেছেন যে এনআইটি অ্যাক্টের বিধানগুলির, বিশেষ করে ধারা ৪৫(৩) এবং ৪৫-এর সঠিক ব্যাখ্যা অনুসারে, হাইকোর্ট যথার্থই পর্যবেক্ষণ ও রায় দিয়েছে যে যতক্ষণ না এনআইটি অ্যাক্টের অধীনে অনুমোদিত স্কিমটি এনআইটি অ্যাক্টের বিধানের অধীনে পরিবর্তিত এবং/অথবা সংশোধিত না হয়, ততক্ষণ স্কিমটি বহাল থাকবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

৭.৪. মূল রিট আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী এনআইটি অ্যাক্টের অধীনে অনুমোদিত স্কিমে ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তা প্রদানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের উপর জোর দিয়েছেন। দাখিল করা হয়েছে যে এনআইটি অ্যাক্টের ৪৫ ধারার অধীনে অনুমোদিত স্কিমে প্রদত্ত অভ্যন্তরীণ রাস্তাটি যানজট এড়ানোর জন্য স্ট্রিট স্কিমের অংশ ছিল। দাখিল করা হয়েছে যে উক্ত স্কিমের তারিখে বিতর্কিত জমির ব্যবহার প্রাথমিকভাবে অভ্যন্তরীণ রাস্তা, একটি সিনেমা হল এবং পরিধির ক্ষেত্র দোকান/অফিসের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের সাথে আবাসিক উদ্দেশ্যে ছিল। দাখিল করা হয়েছে যে স্কিম/স্ট্রিট স্কিমের অধীনে অভ্যন্তরীণ রাস্তা প্রদানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল যোগাযোগের নতুন উপায় তৈরি করা বা বিদ্যমান উপায় এবং যান চলাচলের সুবিধার উন্নতি করা। দাখিল করা হয়েছে যে স্কিমটির বাস্তবায়ন ছিল (i) অন্যদের ছাড়াও ভাড়াটিয়াদের থাকার জন্য স্কিম এলাকার অভ্যন্তরে বিশাল বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স প্রদান করা, (ii) স্কিম এলাকার বাইরে মহাত্মা গান্ধী রোড এবং অভয়ঙ্কর রোড প্রশস্ত করা; (iii) যান চলাচল সহজ করার এবং যানজট দূর করার জন্য স্কিম এলাকার অভ্যন্তরে অন্যান্য দুটি রাস্তার সাথে ৫০ ফুট (১৫ মিটার) প্রশস্ত অভ্যন্তরীণ রাস্তা প্রদান করা এবং (iv) পার্কিংয়ের জন্য উন্মুক্ত স্থান প্রদান করা। দাখিল করা হয়েছে যে, অতএব, একবার এনআইটি অ্যাক্টের ৪৫ ধারার অধীনে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সহ একটি স্কিম/স্ট্রিট স্কিম অনুমোদিত হলে, কেবলমাত্র এমআরটিপি অ্যাক্টের অধীনে প্রণীত উন্নয়ন পরিকল্পনায় অভ্যন্তরীণ রাস্তার কোনো নির্দিষ্ট উল্লেখ না থাকার কারণে, এটা বলা যাবে না যে এনআইটি অ্যাক্টের ৪৫ ধারার অধীনে অনুমোদিত স্কিমটি বাস্তবায়ন করা হবে না, এমনকি যদি তা এনআইটি অ্যাক্টের বিধানের অধীনে পরিবর্তিত বা সংশোধিত না হয়।

৭.৫. এই মর্মে নিবেদন করা যাইতেছে যে, হাইকোর্ট যথার্থই পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন এবং রায় দিয়াছেন যে যতক্ষণ না পর্যন্ত পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্পটির পরিবর্তন বা সংশোধন করা হয়, যাহা বর্তমান ক্ষেত্রে অর্থাৎ এনআইটি, এনআইটি আইনের ৪৬ ধারার অধীনে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করার পর, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকল্পটিকে কার্যকর করিতে হইবে এবং বিন্যাস নকশার অনুমোদন এবং/অথবা ভবন নির্মাণের অনুমতি সহ যাহা কিছুই এনআইটি আইনের অধীনে প্রকল্পের পরিপন্থী হইবে, তাহা অবৈধ এবং এনআইটি এবং এমআরটিপি আইনের বিধানের বিরোধী হইবে এবং সেই কারণে, হাইকোর্ট যথার্থই উচ্ছেদ নোটিশগুলি বাতিল করিয়াছেন এবং যথার্থই পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন যে এনআইটির পক্ষে নবীন উচ্ছেদ নোটিশ জারি করা সম্ভব হইবে, অনুমোদিত নকশা, ভবন নির্মাণের অনুমতি এবং সেইসাথে যদি কোনও নির্মাণ কার্য হইয়া থাকে, তাহা এনআইটি আইনের অধীনে ২৩.০৬.১৯৬৪ তারিখে প্রকাশিত প্রকল্পের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ করার পর।

৭.৬. বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক জোরালোভাবে নিবেদন করা হইয়াছে যে হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় এবং আদেশ এনআইটি আইনের ৪৫ ধারার অধীনে প্রকাশিত প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, অর্থাৎ উন্নততর উন্নয়ন এবং যানজট এড়ানো। মূল রিট আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী এই আদালতের মনোহর যোশী (উপরোক্ত) মামলায় [(২০১২) ৩ এসসিসি ৬১৯] প্রদত্ত রায়ের উপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করিয়াছেন, তাঁহাদের এই যুক্তির সমর্থনে যে অত্যন্ত জটিল শহরগুলির পরিকল্পনা বৈজ্ঞানিক গবেষণা, অধ্যয়ন এবং অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে এবং সেইজন্য যথাযথ সম্মান পাওয়ার যোগ্য এবং সেই কারণে, উন্নততর রাস্তা পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে বিবেচনা করার পর যে প্রকল্পটি প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহা কার্যকর করিতে হইবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত এনআইটি আইনের বিধানের অধীনে প্রয়োজনীয় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া উহার পরিবর্তন এবং/অথবা সংশোধন করা হয়।

৭.৭. বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক জোরালোভাবে নিবেদন করা হইয়াছে যে যেহেতু আপিলকারীরা হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় এবং আদেশ পরবর্তীতে কার্যকর করিয়াছেন, পূর্বে এনআইটি আইনের অধীনে অনুমোদিত এবং প্রস্তুতকৃত প্রকল্পের সংশোধন করিয়া, যাহা হাইকোর্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল এবং সেই কারণে, এখন আপিলকারীদের পক্ষে হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় এবং আদেশকে চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব নয়।

৮. এখন, এনআইটি আইনের ৪৬ ধারার অধীনে প্রকল্পের পরিবর্তন/সংশোধনকে চ্যালেঞ্জের বিষয়ে, যাহা বদলি যাচিকার বিষয়বস্তু, রিট আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক জোরালোভাবে নিবেদন করা হইয়াছে যে উহা এনআইটি আইনের বিধানের সম্পূর্ণ লঙ্ঘন। এই মর্মে নিবেদন করা যাইতেছে যে এনআইটি আইনের অধীনে প্রকল্পের

পরিবর্তন এবং/অথবা সংশোধনের জন্য যে বিস্তারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা আবশ্যক, তাহা আদৌ অনুসরণ করা হয় নাই। এটি মোটেও অনুসরণ করা হয়নি। এটি দাখিল করা হয়েছে যে কোনও আপত্তি আহ্বান করা হয়নি বা রিট আবেদনকারীদের কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি। এটি দাখিল করা হয়েছে যে, তাই, পরবর্তী পরিবর্তন এবং/অথবা স্কিমের পরিবর্তন একেবারে অবৈধ এবং বাতিল ও বাতিল করার যোগ্য। এটি দাখিল করা হয় যে এমনকি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করে 'আপনি' বলা যেতে পারে। উপরোক্ত বিষয়টির সমর্থনে, রিট আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী - ভাড়াটেরা (১৯৯১) ২ এসসিসি এসসিসি ৬০৪-এ রিপোর্ট করা তফসিলি জাতি ও দুর্বল অংশ কল্যাণ সমিতি বনাম কর্ণাটক রাজ্য মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছেন।

৮.১. উপরের জমা দেওয়ার মাধ্যমে, আবেদনগুলি খারিজ করার এবং হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও আদেশ বহাল রাখার এবং স্থানান্তর পিটিশন এবং বাতিল করার অনুমতি দেওয়ার এবং এনআইটি আইনের ৪৬ ধারার অধীনে প্রকাশিত প্রকল্পের পরিবর্তন এবং/অথবা সংশোধনকে বাতিল করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

৯. এখন, যতদূর পর্যন্ত স্থানান্তর পিটিশনটি কল্পনা করা হয়েছে, এবং এন. আই. টি আইনের ৪৬ ধারার অধীনে প্রকাশিত প্রকল্পের পরবর্তী পরিবর্তন এবং/অথবা পরিবর্তনের বিষয়ে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে, এন. আই. টি-র পাশাপাশি মূল জমির মালিক এবং বিকাশকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীরা জোরালোভাবে জমা দিয়েছেন যে এমআরটিপি আইনের বিধানগুলির অধীনে প্রয়োজনীয় পদ্ধতি অনুসরণ করার পরে এই প্রকল্পটি বৈচিত্র্যময়/পরিবর্তিত হয়েছে। এটি দাখিল করা হয় যে, এমআরটিপি আইনের ধারা ৩৯ অনুসারে, যেখানে কোনও চূড়ান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনায় এমন প্রস্তাব রয়েছে যা কোনও নগর পরিকল্পনা প্রকল্পে করা প্রস্তাবগুলির পরিবর্তন বা সংশোধন, যা এমআরটিপি. এ আইন শুরু হওয়ার আগে রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে, পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনায় দেওয়া প্রস্তাবগুলির দ্বারা প্রয়োজনীয় পরিমাণে ধারা ৯২-এর অধীনে যথাযথভাবে এই প্রকল্পটি পরিবর্তন করবে। এটি দাখিল করা হয় যে ধারা ৯২ রাজ্য সরকারকে প্রকল্পটি পরিবর্তন এবং/অথবা সংশোধন করার অনুমতি দেয়। এটি দাখিল করা হয় যে, যদি এমআরটিপি আইনের ৩৯ এবং ৯২ ধারা একসঙ্গে পড়া হয়, তবে এটি দেখা যায় যে পরবর্তীকালে প্রকল্পের পরিবর্তন উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্পটি আনার জন্য একটি আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপ হবে। তাই, যখন আপত্তি ইত্যাদি আহ্বান করার পরে উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছিল, তখন অনুমোদনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্পটি আনার জন্য প্রকল্পের পরবর্তী পরিবর্তন উন্নয়ন পরিকল্পনা কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা হবে যা এমআরটিপি আইনের ৯২ ধারার অধীনে করা প্রয়োজন। এটি দাখিল করা হচ্ছে যে, অতএব, প্রকল্পের পরবর্তী

পরিবর্তন এবং/অথবা পরিবর্তন, যা বর্তমান ক্ষেত্রে এমআরটিপি আইনের ধারা ৩৯ এবং ধারা ৯২ অনুসারে হবে, তা এমআরটিপি আইনের পাশাপাশি এনআইটি আইনের বিধানগুলির সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ হবে। এটি দাখিল করা হয়েছে যে এমআরটিপি আইন এবং এন. আই. টি আইনের বিধানগুলি ধারা ৩৯ এবং ধারা ৯২ এবং এমআরটিপি আইনের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিধানগুলির উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যগুলি উপ-পরিবেশন করার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পড়তে হবে।

১০. এখন, যতদূর পর্যন্ত মূল রিট আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে জমা দেওয়া হয়েছে যে, বিতর্কিত রায় ও আদেশে হাইকোর্টের অনুমতি অনুযায়ী প্রকল্পটি পরিবর্তিত হয়েছে এবং তাই, হাইকোর্টের রায় ও আদেশ কার্যকর করা হয়েছে বলে বলা যেতে পারে এবং অতএব, আপিলকারীদের হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও আদেশকে চ্যালেঞ্জ করার অনুমতি দেওয়া যাবে না, এটি দাখিল করা হয়েছে যে কেবল পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই এবং যদি প্রকল্পটি বৈচিত্র্যময় এবং/অথবা পরিবর্তিত হয় তবে নিরাপদ পক্ষে থাকার কারণে, এটি বলা যাবে না যে আপিলকারীরা বিতর্কিত রায় ও আদেশকে চ্যালেঞ্জ করার অধিকার ত্যাগ করেছেন, বিশেষত যখন হাইকোর্ট বিতর্কিত রায় এবং আদেশ দ্বারা ধ্বংসের নোটিশগুলি বাতিল করে দিয়েছে এবং কার্যত জানতে চেয়েছে যে লেআউটটি অনুমোদিত এবং বৈধভাবে অনুমোদিত বিল্ডিং পারমিট।

১১. আমরা সংশ্লিষ্ট পক্ষের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শুনেছি। বর্তমান আপিলের ব্যাচে যা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে তা হল ২০১৫ সালের রিট পিটিশন নং ২৬৯৫-এ বোম্বে হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত ১৫.০৯.২০১৬ তারিখের আপত্তিহীন রায় এবং আদেশ। হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আপত্তিহীন রায় এবং আদেশ বিবেচনা করে, মনে হচ্ছে হাইকোর্টের সামনে নিম্নলিখিত দুটি প্রশ্ন নিষ্পত্তির জন্য পড়েছিল:

"১. মহারাষ্ট্র আঞ্চলিক ও শহর পরিকল্পনা আইনের ৩১ ধারার উপ-ধারা (৬) এর অধীনে চূড়ান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনায় "অভ্যন্তরীণ রাস্তা"-র প্রস্তাবের অনুপস্থিতি এবং নাগপুর ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট আইনের ৪৫ ধারার অধীনে প্রকাশিত স্কিমে এর অস্তিত্ব কি এমআরটিপি আইনের ৩৯ ধারায় বিবেচিত 'পরিবর্তন' বা 'সংশোধন' হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে?

১. ১৫-০৫-২০১২ তারিখে অনুমোদিত চূড়ান্ত লেআউট প্ল্যান এবং ২৭-০৬-২০১২ তারিখে মঞ্জুরিকৃত ও ১১-১২-২০১৪ তারিখে সংশোধিত বিল্ডিং পারমিটের উপর ভিত্তি করে জারিকৃত বিতর্কিত ভাঙার নোটিশগুলি, এনআইটি আইনের ৪৪ ধারার অধীনে অনুমোদিত স্কিমের

অংশ অভ্যন্তরীণ রাস্তার অভাবে বাতিল করা প্রয়োজন কি?

১১.১. এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রাথমিকভাবে এনআইটি কর্তৃক জারিকৃত ২৪.০৪.২০১৫ তারিখের ভাঙার নোটিশগুলি হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। এই পর্যায়ে, এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উক্ত ভাঙার নোটিশগুলি ১৫.০৫.২০১২ তারিখের অনুমোদিত লেআউট প্ল্যান, ২৭.০৬.২০১২ তারিখে মঞ্জুরিকৃত এবং ১১.১২.২০১৪ তারিখে সংশোধিত বিল্ডিং পারমিটের ফলস্বরূপ জারি করা হয়েছিল। পরবর্তীতে, একটি সংশোধনের মাধ্যমে, মূল রিট আবেদনকারীরা এনআইটি কর্তৃক ২৭.০৬.২০১২ তারিখে অনুমোদিত প্ল্যান এবং ১১.১২.২০১৪ তারিখে সংশোধিত প্ল্যানের উপর মঞ্জুরিকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। উক্ত সংশোধন মঞ্জুর করা হয়েছিল। চ্যালেঞ্জটি মূলত এই ভিত্তিতে ছিল যে মঞ্জুরিটি অবৈধ এবং স্কিমের পরিপন্থী। এনআইটি আইনের ৪৫ ধারার অধীনে ১৯৬৪ সালে অনুমোদিত স্কিমে ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তার বিধান ছিল। এই পর্যায়ে, এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে "অভয়ঙ্কর রোড প্রশস্তকরণ এবং বুটি মহল স্ট্রিট স্কিম" নামে পরিচিত উন্নয়ন স্কিমটি ১৯৬৪ সালে এনআইটি আইনের বিধানের অধীনে প্রস্তুত ও অনুমোদিত হয়েছিল। তবে, এরপর এমআরটিপি আইন প্রণীত হয় এবং এনআইটি আইন প্রণয়নের পরে অর্থাৎ ২৮.১২.১৯৬৬ থেকে কার্যকর হয়। উপরে উল্লিখিত ঘটনাবলীর কালানুক্রম থেকে দেখা যায় এবং এতে কোনো বিতর্ক নেই যে এমআরটিপি আইনের ৩১ ধারার অধীনে প্রথম চূড়ান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা ০৩.০৬.১৯৭৬ তারিখে অনুমোদিত হয়েছিল, যাতে এনআইটি আইনের ৪৫ ধারার অধীনে অনুমোদিত স্কিমে যেমন ছিল তেমন ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তা অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এমনকি পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালে এবং তারপর ২০০১ সালে যখন ডিপি সংশোধন করা হয়েছিল, তখনও সংশোধিত ডিপি-তে উক্ত অভ্যন্তরীণ রাস্তা দেখানো হয়নি। এরপর সরকার এমআরটিপি আইনের অধীনে পুনর্গঠিত যৌগিক প্লট বরাদ্দ করে এবং মূল ভূমি মালিক/উন্নয়নকারীরা লেআউট প্ল্যান জমা দেন, যা এনআইটি কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং এমনকি এমআরটিপি আইনের বিধানের অধীনে বিল্ডিং পারমিশনও মঞ্জুর করা হয়। অতএব, এনআইটি হাইকোর্টে বিতর্কিত ২৪.০৪.২০১৫ তারিখের ভাঙার নোটিশগুলি জারি করেছিল যাতে মূল ভূমি মালিক/উন্নয়নকারীদের অনুমোদিত লেআউট প্ল্যান এবং বিল্ডিং নির্মাণের অনুমতি অনুযায়ী বিতর্কিত জমিতে নির্মাণ করার অনুমতি দেওয়া যায়। হাইকোর্ট বিতর্কিত রায় ও আদেশে রায় দিয়েছে যে যেহেতু এনআইটি আইনের ৪৫ ধারার অধীনে অনুমোদিত স্কিমে ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তার বিধান রয়েছে, তাই পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এনআইটি আইনের ৪৬ ধারার অধীনে তা পরিবর্তিত এবং/অথবা সংশোধিত না করা পর্যন্ত তা

স্তবায়ন করতে হবে এবং সেই কারণে হাইকোর্ট ২৪.০৪.২০১৫ তারিখের ভাঙার নোটিশগুলি বাতিল ও খারিজ করেছে এবং এনআইটিকে ১৫.০৫.২০১২ তারিখের অনুমোদিত লেআউট প্ল্যান, ২৭.০৬.২০১২ তারিখে মঞ্জুরিকৃত এবং ১১.১২.২০১৪ তারিখে সংশোধিত বিল্ডিং পারমিট, সেইসাথে যদি কোনো নির্মাণ কাজ হয়ে থাকে, তা ২৩.০৬.১৯৬৪ তারিখে এনআইটি আইনের ৪৫ ধারার অধীনে প্রকাশিত স্কিমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার পর মূল রিট আবেদনকারীদের অনুকূলে নতুন ভাঙার নোটিশ জারির স্বাধীনতা দিয়েছে।

১১.২. অতএব, এই আদালতের বিবেচনার জন্য উত্থাপিত সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটি হল, মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, যখন এমআরটিপি আইনের বিধানের অধীনে অনুমোদিত উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিতর্কিত জমি থেকে অভ্যন্তরীণ রাস্তার ব্যবস্থা নেই, তখনও কি এনআইটি আইনের ৪৫ ধারার অধীনে প্রকাশিত স্কিম, যেখানে ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তার বিধান রয়েছে, প্রযোজ্য হবে এবং/অথবা বাস্তবায়ন করতে হবে, যদিও উক্ত স্কিমটি এমআরটিপি আইনের বিধানের অধীনে অনুমোদিত উন্নয়ন পরিকল্পনার বিরোধী হতে পারে?

১১.৩. উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য, এমআরটিপি আইনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য এবং এমআরটিপি আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি উল্লেখ ও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

১১.৪. ১৯৬৬ সালের এমআরটিপি আইনের উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতি থেকে দেখা যায় যে, এটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য বিধান করার জন্য প্রণীত হয়েছে: (১) এই উদ্দেশ্যে গঠিত অঞ্চলগুলিতে জমির উন্নয়ন ও ব্যবহারের পরিকল্পনা এবং সেইজন্য আঞ্চলিক পরিকল্পনা বোর্ড গঠন; (২) যথাযথভাবে নগর পরিকল্পনা স্কিম তৈরি করা এবং কার্যকরভাবে তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনার আরও উন্নত বিধান করা; (৩) পরিকল্পনার ক্ষেত্রে জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় জমি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণের বিধান করা; এবং (৪) উপরোক্ত বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত উদ্দেশ্যের জন্য। উক্ত আইনটি এই উদ্দেশ্যে গঠিত অঞ্চলগুলিতে জমির উন্নয়ন ও ব্যবহারের পরিকল্পনা করার এবং যথাযথভাবে নগর পরিকল্পনা স্কিম তৈরি করা ও তার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রণীত হয়েছে। সুতরাং, এমআরটিপি আইনটি উপরোক্ত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য নিয়ে প্রণীত হয়েছিল।

১১.৫. আইনের ৩ ধারা রাজ্য সরকারকে রাজ্যের যে কোনও এলাকাকে একটি অঞ্চল হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দেয়। আইনের ১৪ ধারায় উল্লিখিত বিভিন্ন বিষয়ের জন্য একটি আঞ্চলিক পরিকল্পনা তৈরি করার কথা। আইনের ২(৯) ধারায় 'উন্নয়ন পরিকল্পনা' কে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারের মধ্যে থাকা এলাকার উন্নয়ন বা পুনঃউন্নয়নের পরিকল্পনা হিসাবে

সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ধারা ২ (১৯) "পরিকল্পনা" কর্তৃপক্ষকে একটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে এবং এতে আরও কিছু নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই বিষয়ে কোনও বিতর্ক নেই যে উন্নয়ন পরিকল্পনাটি "আঞ্চলিক পরিকল্পনার বিধান অনুসারে" প্রস্তুত করতে হবে যা আইনের ধারা ২১ (১)-এ বিশেষভাবে বলা হয়েছে।

১১.৬ এমআরটিপি আইনের ৩৯ নং ধারায় বলা হয়েছে-

ধারা ৩৯. *"উন্নয়ন পরিকল্পনা দ্বারা নগর পরিকল্পনা পরিকল্পনার বৈচিত্র্য-* যেখানে কোনও চূড়ান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনায় এমন প্রস্তাব থাকে যা এই আইনটি চালু হওয়ার আগে রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনও নগর পরিকল্পনা প্রকল্পে করা প্রস্তাবগুলির বৈচিত্র্য বা সংশোধন হয়, পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনায় দেওয়া প্রস্তাবগুলির দ্বারা প্রয়োজনীয় পরিমাণে ধারা ৯২ এর অধীনে উপযুক্তভাবে এই প্রকল্পটি পরিবর্তন করবে।"

১১.৭. আমরা ১৯৭৬ সালের চূড়ান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে উদ্বিগ্ন, যেখানে ১৯৬৪ সালের চূড়ান্ত স্কিমে ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তা থাকার বিপরীতে বিতর্কিত জমি থেকে ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তার উল্লেখ নেই। সুতরাং, এনআইটি আইনের বিধান অনুসারে প্রস্তুত ও অনুমোদিত ১৯৬৪ সালের স্কিমের ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তা প্রদানের অংশটিকে এমআরটিপি আইনের বিধানের অধীনে অনুমোদিত উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলা যেতে পারে।

১১.৮. এমআরটিপি আইনের ৪৩ ধারায় কোনো এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের অভিপ্রায় সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখের পর জমির উন্নয়নের উপর বিধিনিষেধ আরোপের বিধান রয়েছে, তবে উক্ত আইনের ৪৩ ধারার শর্তাংশের অধীনে যা বিধান করা হয়েছে তা ব্যতীত। এমআরটিপি আইনের ৪৬ ধারায় বিধান রয়েছে যে উন্নয়ন অনুমতির জন্য আবেদন বিবেচনা করার সময় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ এমআরটিপি আইনের অধীনে দাখিলকৃত বা অনুমোদিত কোনো খসড়া বা চূড়ান্ত পরিকল্পনা বা প্রস্তাবের বিধানগুলির প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেবে। এমআরটিপি আইনের ৫৯ ধারায় এমআরটিপি আইনের অধীনে স্কিম প্রণয়নের বিধান রয়েছে, যা বিশেষভাবে বিধান করে যে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ তার এখতিয়ারের মধ্যে বা তার কোনো অংশের জন্য চূড়ান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক টাউন প্ল্যানিং স্কিম প্রস্তুত করতে পারে। যেহেতু বর্তমান মামলায় ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তার বিধানকারী স্কিমটি এমআরটিপি আইন প্রণয়নের পূর্বে এনআইটি আইনের বিধানের অধীনে প্রস্তুত ও অনুমোদিত হয়েছিল, তাই আমরা এমআরটিপি আইনের ৫৯ ধারা নিয়ে উদ্বিগ্ন নই এবং সেই কারণে ৩৯ ধারার সাথে ৯২ ধারা প্রযোজ্য হবে।

১১.৯. অতএব, এমআরটিপি আইনের ৩৯, ৪৩, ৪৬ এবং এমনকি ৫৯ ধারার সম্মিলিত পাঠে, এমআরটিপি আইনের বিধানের অধীনে প্রস্তুত ও অনুমোদিত উন্নয়ন পরিকল্পনাই প্রাধান্য পাবে। সুতরাং, এমআরটিপি আইনের বিধানের অধীনে প্রস্তুত ও অনুমোদিত উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিপন্থী কোনো উন্নয়ন এবং/অথবা নির্মাণের অনুমতি দেওয়া যাবে না, যদিও এনআইটি আইনের ৪৫ ধারার অধীনে প্রস্তুত ও অনুমোদিত স্কিম এই ধরনের উন্নয়ন এবং/অথবা নির্মাণের অনুমতি দিতে পারে। সুতরাং, আমরা যে পূর্বোক্ত মতামত দিচ্ছি, তা মনোহর যোশীর (উপরোক্ত) মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের দ্বারা সমর্থিত। মনোহর যোশীর (উপরোক্ত) মামলায়, এমআরটিপি আইন এবং এনআইটি আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি বিবেচনা করার পর, এই আদালত বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ ও রায় দিয়েছে যে যখন এমআরটিপি আইনের বিধানের অধীনে প্রস্তুত ও অনুমোদিত উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং এনআইটি আইনের বিধানের অধীনে অনুমোদিত স্কিমের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দেয়, তখন ডিপি টিপি স্কিমের উপর প্রাধান্য পাবে। আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে এমনকি যদি এমআরটিপি আইনের ৩৯ ধারার অধীনে নির্দেশিত পরিবর্তন না ঘটে, তবুও ডিপি প্ল্যানের বিধানের পরিপন্থী কোনোভাবেই জমি ব্যবহার করা যাবে না। মনোহর যোশীর (উপরোক্ত) মামলায় এই আদালত হাইকোর্টের রায়কে নিশ্চিত করেছে যে ডিপি প্ল্যান টিপি স্কিমের উপর প্রাধান্য পায়। এই আদালত এই যুক্তি গ্রহণ করেনি যে উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং টিপি স্কিম একে অপরের থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করে এবং যতক্ষণ না রাজ্য সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে তার বিশিষ্ট ডোমেনের ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং জমি অধিগ্রহণ করে, ততক্ষণ ভূমি মালিকরা টিপি স্কিমের অধীনে অনুমোদিত ব্যবহার অনুযায়ী তাদের সম্পত্তি উন্নয়ন করতে পারে। উপরোক্ত যুক্তি প্রত্যাখ্যান করার সময়, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে উন্নয়ন পরিকল্পনার বিধানের পরিপন্থী কোনো উন্নয়নকে অনুমতি দেওয়া, সম্পূর্ণরূপে জেনেও যে টিপি স্কিমের অধীনে ব্যবহার উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে ভিন্ন, তা এমআরটিপি আইনের ৩৯, ৪২, ৪৬ এবং ৫২ ধারাগুলিকে অর্থহীন করে তুলবে। অতএব, হাইকোর্ট কর্তৃক রেকর্ডকৃত বিপরীত পর্যবেক্ষণ এবং রায় যে যতক্ষণ না এমআরটিপি আইনের ৩৯ ধারার বিধান অনুসারে এনআইটি আইনের ৪৬ ধারার অধীনে স্কিমটি পরিবর্তিত হয়, ততক্ষণ এনআইটি আইনের ৪৫ ধারার অধীনে অনুমোদিত স্কিমটি বহাল থাকবে এবং কার্যকর করা যাবে, তা টিকতে পারে না এবং তা বাতিল ও খারিজ করার যোগ্য।

১১.১০. এটা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, যদিও এনআইটি আইনের বিধানের অধীনে ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তা প্রস্তাবকারী স্কিমটি ২৩.০১.১৯৬৪ থেকে কার্যকর ছিল, যখন এমআরটিপি আইন বলবৎ হয়

এবং এমনকি এরপরও যখন ১৯৭৬ সালে নাগপুরের জন্য এমআরটিপি আইনের ৩১ ধারার অধীনে প্রথম উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়, যেখানে ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তার কোনও প্রস্তাব ছিল না, এবং এমনকি এরপরও দুবার উন্নয়ন পরিকল্পনা সংশোধন করা হয়েছিল, প্রথমবার ১৯৮৯ সালে এবং দ্বিতীয়বার ২০০১ সালে, যেখানেও ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তার কোনও বিধান ছিল না, উপরোক্ত বিষয়গুলি থাকা সত্ত্বেও, কোনও সময়েই, এমনকি মূল রিট আবেদনকারীরাও এমআরটিপি আইনের অধীনে উন্নয়ন পরিকল্পনাকে চ্যালেঞ্জ করেননি যেখানে ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তা দেখানো হয়নি। এমনকি এরপরও, কোনও সময়েই এবং এমনকি রিট পিটিশনেও, মূল রিট আবেদনকারীরা উন্নয়ন পরিকল্পনাকে চ্যালেঞ্জ করেননি এবং বাতিল করার জন্য প্রার্থনা করেননি যেখানে ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তার কোনও বিধান ছিল না, যদিও তা এনআইটি আইনের ৪৫ ধারার অধীনে প্রস্তুত ও অনুমোদিত স্কিমে উল্লেখ করা হয়েছিল।

১১.১১. এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এমনকি ভূমি মালিক/উন্নয়নকারীরাও এমআরটিপি আইনের বিধানের অধীনে লেআউট প্ল্যান অনুমোদন করিয়েছেন এবং বিল্ডিং পারমিশন পেয়েছেন। উপরে উল্লিখিত এমআরটিপি আইনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিবেচনা করে, এটা প্রতীয়মান হয় যে যদিও ১৯৬৪ সালে অনুমোদিত এনআইটি আইনের অধীনে স্কিমে ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তার বিধান ছিল, এরপর অনেক উন্নয়ন ঘটেছে এবং পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা/সংশোধিত উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিদ্যমান রাস্তা ১২ মিটার থেকে ২৪ মিটারে প্রশস্ত করা হয়েছে এবং সেই কারণে যখন এমআরটিপি আইনের অধীনে ডিপি প্রস্তুত ও অনুমোদিত হয়েছিল, তখন ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ প্রশস্ত রাস্তার কোনো প্রস্তাব ছিল না। উপরে আলোচনা করা হয়েছে, এমআরটিপি আইনের অধীনে প্রস্তুত ও অনুমোদিত উন্নয়ন পরিকল্পনা টিপি স্কিমের উপর প্রাধান্য পাবে। উপরে যেমন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, এমআরটিপি আইনের অধীনে ডিপি প্ল্যানের পরিপন্থী কোনো উন্নয়ন এবং/অথবা নির্মাণের অনুমতি দেওয়া যাবে না। এই পরিস্থিতিতে, হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় ও আদেশ বহাল রাখা যায় না।

১১.১২. মূল রিট আবেদনকারীদের পক্ষে ক্ষীণ প্রচেষ্টা করা হয়েছিল যে ডিপি প্ল্যানে একটি ছেদযুক্ত রেখা ছিল যাকে অভয়ঙ্কর রোড থেকে ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তা বলা যেতে পারে। তবে, ১০.০৯.২০০১ তারিখের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অনুমোদিত নাগপুর শহরের অনুমোদিত উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ পরিকল্পনা (যার উপর মূল রিট আবেদনকারীরা নির্ভর করেছেন) বিবেচনা করে, উপরোক্ত যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। এনআইটির পক্ষে যেমন সঠিকভাবে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, ছেদযুক্ত রেখাগুলিকে মৌজা সীমানা/এনআইটি স্কিম সীমানা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটা উল্লেখ করা উচিত যে এমনকি হাইকোর্টও উল্লেখ করেছে যে

ডিপি প্ল্যান এবং এনআইটি আইনের ৪৫ ধারার অধীনে অনুমোদিত স্কিমের মধ্যে একটি সংঘাত রয়েছে।

১১.১৩. এমনকি হাইকোর্ট কর্তৃক রেকর্ডকৃত এই finding-ও গ্রহণযোগ্য নয় যে লেআউট প্ল্যান অনুমোদন এবং বিল্ডিং পারমিট মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে এনআইটির পদক্ষেপ আইনের অপব্যবহার। লেআউট প্ল্যানগুলি এমআরটিপি আইনের অধীনে অনুমোদিত ডিপি-র সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখে অনুমোদিত হয়েছে এবং বিল্ডিং পারমিট মঞ্জুর করা হয়েছে। ভাঙার নোটিশগুলি বিল্ডিং পারমিটের অনুসরণ এবং অগ্রগতিতে এবং মূল ভূমি মালিক/উন্নয়নকারীদের অনুমোদিত লেআউট প্ল্যান এবং মঞ্জুরিকৃত বিল্ডিং পারমিট অনুযায়ী নির্মাণ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য জারি করা হয়েছিল। অতএব, হাইকোর্ট এনআইটির পদক্ষেপকে আইনের অপব্যবহার বলে রায় দিতে ভুল করেছে।

১১.১৪. এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একদিকে, হাইকোর্ট ৮৬ অনুচ্ছেদে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যে হাইকোর্ট এনআইটি কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত লেআউট প্ল্যান এবং বিল্ডিং পারমিট বাতিল করেনি এবং তা করার প্রয়োজনও নেই, অন্যদিকে হাইকোর্টের ৮৯(২) অনুচ্ছেদে করা পর্যবেক্ষণগুলি কার্যত বিল্ডিং পারমিটে অনুমোদিত লেআউট প্ল্যান বাতিল ও খারিজ করার সমতুল্য। হাইকোর্টের ৮৯(২) অনুচ্ছেদে করা পর্যবেক্ষণগুলির সারমর্ম এবং ফলস্বরূপ প্রভাব, রায়ের আগের অংশে হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ কার্যত মূল ভূমি মালিক/উন্নয়নকারীদের এমআরটিপি আইনের অধীনে মঞ্জুরিকৃত বিল্ডিং লেআউট প্ল্যান এবং বিল্ডিং পারমিটের উপর কোনো নির্মাণ কাজ করতে বাধা দেয়। অতএব, এটা প্রতীয়মান হয় যে এমআরটিপি আইনের অধীনে মঞ্জুরিকৃত অনুমোদিত লেআউট প্ল্যান এবং বিল্ডিং পারমিট বিশেষভাবে বাতিল ও খারিজ না করেও, হাইকোর্ট অনুমোদিত লেআউট প্ল্যান এবং এমআরটিপি আইনের অধীনে মঞ্জুরিকৃত বিল্ডিং পারমিটকে নস্যাৎ করেছে।

১১.১৫. এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই বিরোধ বহু বছর ধরে বিচারাধীন রয়েছে। ভূমি মালিক/উন্নয়নকারীরা অনুরূপ পরিস্থিতিতে থাকা অন্যান্য ভাড়াটিয়াদের সাথে আপস করেছেন। এখন, কেবলমাত্র ১৮ জন ভাড়াটিয়া উন্নয়নটির বিরোধিতা করছেন, যদিও ভূমি মালিক/উন্নয়নকারীরা এই আদালতে পূর্বে সম্মত অন্যান্য ভাড়াটিয়াদের মতো তাদের সাথেও একই আচরণ করতে সম্মত হয়েছেন এবং ইচ্ছুক। এটা প্রতীয়মান হয় যে কিছু কারণ এবং/অথবা ভূমি মালিক/উন্নয়নকারীদের কাছ থেকে আরও কিছু সুবিধা আদায়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে, মূল রিট আবেদনকারীরা উন্নয়ন/নির্মাণের বিরোধিতা করছেন। যদিও মূল ভূমি মালিক/উন্নয়নকারীদের বিল্ডিং পারমিশন রয়েছে এবং তারা এমআরটিপি আইনের বিধানের অধীনে তাদের প্ল্যান অনুমোদন করিয়েছেন এবং এমনকি বিপুল পরিমাণ

অর্থ ব্যয় করার পরেও, বিচারাধীন মামলার কারণে তারা আর কোনো নির্মাণ কাজ করতে পারছেন না। অতএব, ইক্যুইটি জমির মালিক/ডেভেলপার হিসাবে আপিলকারীদের পক্ষেও থাকবে। যেহেতু, এই পর্যায়ে, এটি লক্ষ করা প্রয়োজন যে এমনকি সেই ভাড়াটিয়ারা যাদের সাথে মূল জমির মালিক/ডেভেলপাররা এই আদালতে সমঝোতা করেছেন তারাও আইনজীবীদের মাধ্যমে উপস্থিত হয়েছেন এবং বলেছেন যে তারা গত দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে দখলের বাইরে রয়েছেন এবং তাই তারা সকলেই হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও আদেশ বাতিল করার এবং বাতিল করার অনুরোধ করেছেন এবং জমির মালিক/ডেভেলপারদের নির্মাণ সম্পূর্ণ করার অনুমতি দিয়েছেন।

১১.১৬. মূল রিট আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীর এই যুক্তির ক্ষেত্রে যে, হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও আদেশ প্রদানের পর, এনআইটি হাইকোর্ট কর্তৃক অনুমোদিত পদ্ধতিতে স্কিমটি সংশোধন করেছে এবং সেই কারণে হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও আদেশের উপর ভিত্তি করে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, এবং সেইজন্য এনআইটি এবং/অথবা বিকাশকারী কর্তৃক হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও আদেশকে চ্যালেঞ্জ করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়, সেই যুক্তির কোনও সারবত্তা নেই। কেবলমাত্র ভবিষ্যতের আইনি জটিলতা এড়ানোর জন্য, যদি এনআইটি স্কিমটি সংশোধন করে থাকে, তবে তা এনআইটি এবং/অথবা মূল জমির মালিক/বিকাশকারীদের বিতর্কিত রায় ও আদেশকে চ্যালেঞ্জ করা থেকে বিরত করবে না।

১১.১৭. উপরোক্ত বক্তব্য এবং উপরে বিবৃত কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় ও আদেশ বাতিল এবং রদ করার যোগ্য।

<u>স্থানান্তরিত মামলা © নং ২৩/২০১৮:</u>

১২. এখন, স্থানান্তরিত মামলা © নং ২৩/২০১৮ এর ক্ষেত্রে, মূল রিট আবেদনকারীদের দাখিল করা রিট পিটিশন নং ৫০০৫/২০১৭ এই আদালতের ০৩.১১.২০১৭ তারিখের আদেশ অনুসারে এই আদালতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পিটিশনে, মূল রিট আবেদনকারীরা এনআইটি কর্তৃক জারিকৃত ২১.০৪.২০১৭ তারিখের বিজ্ঞপ্তি এবং এনআইটির ০৭.০৩.২০১৭ তারিখের ২৭/১১৬৭ নং রেজোলিউশন এবং ০৩.০১.২০১৭ তারিখের ১৭/১১৬৫ নং রেজোলিউশন বাতিল ও রদ করার জন্য প্রার্থনা করেছেন, যার মাধ্যমে এনআইটি আইনের ৪৫ ধারার অধীনে অনুমোদিত ১৯৬৪ সালের মূল স্কিমটি এনআইটি আইনের ৪৫ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে সংশোধন করা হয়েছে এবং ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তাটি বাদ দেওয়া হয়েছে।

১২.১. মূল রিট আবেদনকারীদের পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাখিল করা হয়েছে যে স্কিম সংশোধন করে ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তা বাদ দেওয়ার বিজ্ঞপ্তিটি আইন অনুসারে প্রয়োজনীয় কোনো পদ্ধতি অনুসরণ না করে এবং কোনো আপত্তি আহ্বান না করে এবং এমনকি রাজ্য সরকারের অনুমোদনও না নিয়ে জারি করা হয়েছে। তবে, এনআইটির পক্ষে দাখিল করা পাল্টা হলফনামার বিষয়বস্তু বিবেচনা করে, যেখানে বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে ২০১৭ সালের পিটিশন নং-এ ১৫ জন রিট আবেদনকারীর পাঠানো আপত্তিগুলি বিবেচনা করার পর, কর্তৃপক্ষ আইনের ৪৬ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে সর্বসম্মতিক্রমে একটি বোর্ড রেজোলিউশন পাস করেছে। অতএব, এটা বলা যাবে না যে আবেদনকারীদের কোনো সুযোগই দেওয়া হয়নি। রিট আবেদনকারীদের উত্থাপিত আপত্তিগুলি বিবেচনা করার পরেই ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তা বাদ দিয়ে স্কিমটি সংশোধন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এমআরটিপি আইনের ৩৯ ধারা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষকে এমআরটিপি আইনের অধীনে অনুমোদিত উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে স্কিমটি পরিবর্তন করার নির্দেশ দেয়। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যখন ডিপি অনুমোদিত হয়েছিল, ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তার কোনো প্রস্তাব ছাড়াই, প্রথমে ১৯৭৬ সালে এবং তারপর ১৯৮৯ এবং ২০০১ সালে, তা যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও মঞ্জুরিকৃত হয়েছিল। অতএব, এরপর, ডিপি প্ল্যানের সাথে বিরোধপূর্ণ অংশ পর্যন্ত স্কিমটি যখন এমআরটিপি আইনের ৩৯ ধারার অধীনে বাধ্যতামূলকভাবে সংশোধন করা হয়েছে, মূল রিট আবেদনকারীদের উত্থাপিত আপত্তিগুলি বিবেচনা করার পর, তখন তা অবৈধ বলা যাবে না। অতএব, এমআরটিপি আইনের ৩৯ ধারা এবং এনআইটি আইনের বিধানগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পাঠ করলে, স্কিম সংশোধনকারী বিতর্কিত বিজ্ঞপ্তি এবং/অথবা ১৫ মিটার প্রশস্ত রাস্তা বাদ দিয়ে স্কিম সংশোধনকারী বোর্ড রেজোলিউশন, যা এখন এমআরটিপি আইনের অধীনে অনুমোদিত উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে, তা অবৈধ বলা যাবে না যা এই আদালতের হস্তক্ষেপের কারণ হতে পারে। অতএব, এনআইটি কর্তৃক ২১.০৪.২০১৭ তারিখে জারি করা বিজ্ঞপ্তি এবং স্কিম সংশোধন করে ১৫ মিটার অভ্যন্তরীণ রাস্তা বাদ দেওয়ার সংশ্লিষ্ট এনআইটি রেজোলিউশনের চ্যালেঞ্জ ব্যর্থ হয়।

১৩. উপরোক্ত এবং উপরে বর্ণিত আরও কারণগুলির জন্য, এসএলপি(সি) নং ৩৮০৩৬/২০১৬ থেকে উদ্ভূত দেওয়ানী আপিল ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত সংশ্লিষ্ট দেওয়ানী আপিল মঞ্জুর করা হলো এবং বোম্বে হাইকোর্টের নাগপুর বেঞ্চ কর্তৃক রিট পিটিশন নং ২৬৯৫/২০১৫-এ ১৫.০৯.২০১৬ তারিখে প্রদত্ত বিতর্কিত রায় ও আদেশ এতদ্বারা বাতিল ও খারিজ করা হলো। এসএলপি(সি) নং ৩৮০৩৬/২০১৬ (এম/এস গেইসন বনাম নাগপুর ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট) থেকে উদ্ভূত দেওয়ানী আপিল খারিজ করা হলো।

১৩.১ উপরে বিবৃত কারণগুলির জন্য স্থানান্তরিত মামলা © নং ২৩/২০১৮ খারিজ করা হল।

তবে, এটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে সংশ্লিষ্ট মূল রিট আবেদনকারীদেরকেও সেই একই সুবিধা প্রদান করা হবে যা এই আদালতের আগে সম্মত এবং/অথবা অন্যান্য ভাড়াটেদের সাথে সম্পাদিত মীমাংসা অনুযায়ী অন্যান্য ভাড়াটেদের জন্য উপলব্ধ/প্রদান করা হবে।

১৪. এসএলপি(সি) নং ৩৮০৩৬/২০১৬ থেকে উদ্ভূত দেওয়ানী আপীল ব্যতীত অন্য সকল আপীল উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ সহ সেই অনুযায়ী মঞ্জুর করা হল। এসএলপি(সি) নং ৩৮০৩৬/২০১৬ থেকে উদ্ভূত দেওয়ানী আপীল (এম/এস গেইসনস বনাম নাগপুর ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট) এবং স্থানান্তরিত মামলা খারিজ করা হল। খরচের বিষয়ে কোনও আদেশ দেওয়া হল না।

দেবিকে গুজরাল বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যভারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাসায় বোঝার জন্য এবং তা অন্যকোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না ৷ সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে , রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামানিক হবে এবং কার্যকারী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে ৷

Arfa Banerjee